১৬০

তারিখ 14 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক বাংলা

পরীক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি

স্কুল-কলেজে বছরে ক'দিন ছুটি। এনিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র করে স্কুল-কলেজ ছুটি ৬ মাসের কোটায় পৌছেছে। এনিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট আছে দৈনিক বাংলায়। এ রিপোর্ট শুরু হয়েছে বৃহত্তর রংপুরের গাইবান্ধা থেকে। গাইবান্ধার খবরে বলা হয়েছে, গত কয়েক মাসে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ দিনের বেশী ক্লাস হয়নি। স্কুল-কলেজ ব্যবহৃত হয়েছে বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য। একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে বৃহত্তর পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সকল এলাকায়ই।

এমনিতেই স্কুল-কলেজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বছরে ৮৫ দিন ছুটি থাকে। এর সঙ্গে আছে ৫২টি শুক্রবার। এর পরেও আছে স্থানীয় অনেক কর্মকান্ড। এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে ছুটি। এর সঙ্গে সম্প্রতিকালে যুক্ত হয়েছে বোর্ডের পরীক্ষা গ্রহণের সমস্যা। অতীতে এ সমস্যা ছিল না।

আগে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কম ছিল। জেলা এবং মহকুমা সদরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকায় নির্দিষ্ট কয়েকটি স্কুলই পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হত। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হত না।

সে পরিস্থিতির এখন পরিবর্তন হয়েছে। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন থানায় থানায় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। থানার একটি বিশেষ স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হলেও ঐ স্কুলের পক্ষে সকল সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষার্থীদের বসতে দেবার জন্য অন্যান্য স্কুল থেকে টুল-টেবিল সংগ্রহ করতে হয়। এবং স্বাভাবিক কারণেই এ সকল স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়। এরপরে আছে পরিদর্শকের সমস্যা। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় পরীক্ষার হলে পরিদর্শকদের সংখ্যাও বেশী। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলে ক্লাস বন্ধ। অর্থাৎ থানা কেন্দ্রিক পরীক্ষার জন্য এখন সকল স্কুলই বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

তবে এরপরেও সমস্যা আছে। সসম্যাটি হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে। এবং প্রায় প্রতি বছরই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার অভিযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সমাপ্ত হয় না। এবারও তাই ঘটেছে। এ বছরের এসএসসি পরীক্ষা গত ৬ মার্চ শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ১১ এপ্রিল। এরপরে বাকী রয়ে গেছে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা। অর্থাৎ দেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়েছে কোরবানীর ঈদের ছুটির পর। ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রতিটি স্কুল-কলেজের লেখাপড়া নিয়ে। আর একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে কলেজগুলোর অবস্থা আরও নাজুক। এক সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সারা বছরই পরীক্ষা চলত। পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে অনিয়মিতভাবে কিছু কিছু ক্লাস হত। সাম্প্রতিক কালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এইচএসসি বাতিল হবার পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবুও ডিগ্রী ও মাস্টার্স পরীক্ষার জন্য বছরের একটি দীর্ঘ সময় এই কলেজটিতেও ক্লাস হয় না।

বলা বাহুল্য যে, সমস্যাটি সকলেরই জানা। কিন্তু এবারের মত সমস্যাটি কারও কোন দিন চোখে পড়েনি। লক্ষণীয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস শুরু হতে হতে ঝড়, তুফান, বৃষ্টির মওসুম এসে গেছে। বড় রকমের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে আবার হয়ত স্কুল-কলেজের দরজা বন্ধ হবে।

তাই আমরা মনে করি এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। এবং প্রাথমিক কাজ হবে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। এবং সামগ্রিকভাবে ছুটির তালিকা পুণর্মূল্যায়ন করা। কারণ গ্রামে স্কুল-কলেজে এভাবে দিনের পর দিন ক্লাশ বন্ধ থাকলে নিয়মিত পড়াশোনার পরিবেশ এবং ঐতিহ্য কোনদিন গড়ে উঠবে না। ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউটরেরই কাছে ছুটতে হবে। এবং সে বাজারও গরম। অর্থাৎ পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

— আরদুর রব